www.themessagecanada.com

The Message

VOLUME 4, ISSUE 1 JAN-FEB, 2010

Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

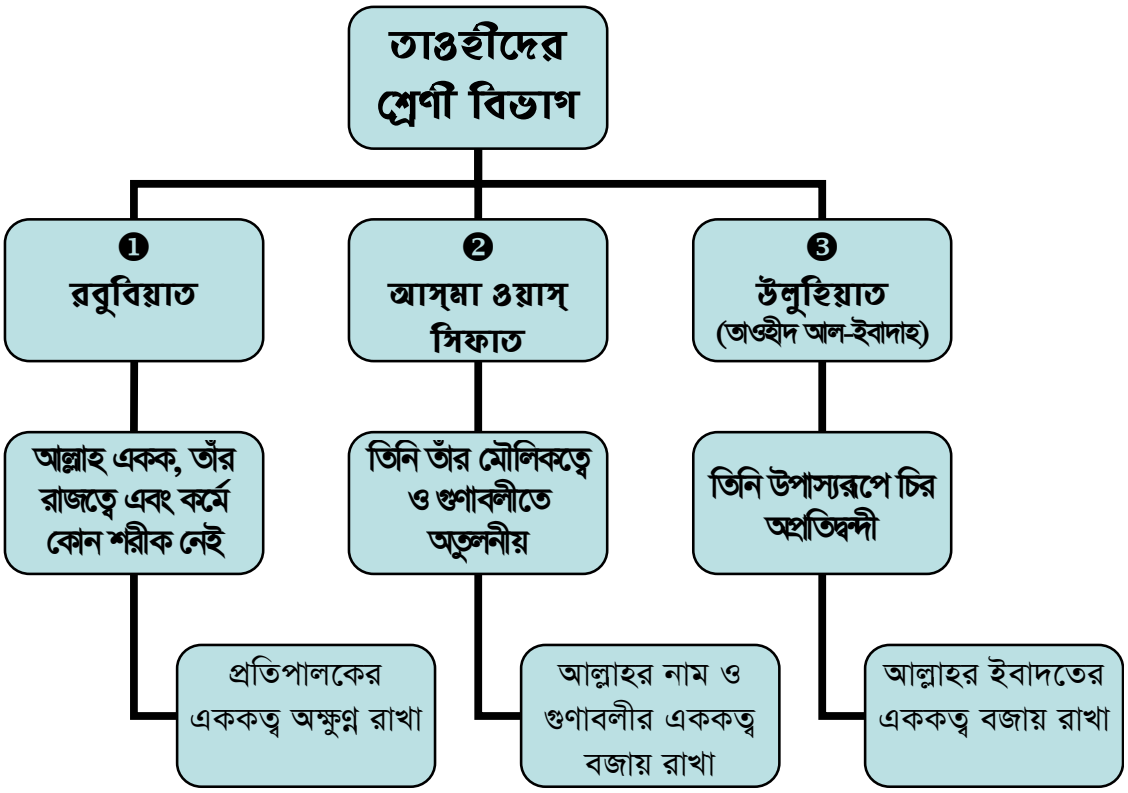

রবুবিয়াতঃ এই শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী আল্লাহই একমাত্র সত্যিকার শক্তি, তিনিই সকল বস্তুর চলাফেরা ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যেটুকু ঘটনা ঘটতে দেন সেটুকু ব্যতীত সৃষ্টি জগতে কিছুই ঘটে না। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি স্বরূপ মুহাম্মদ (সাঃ) প্রায়ই “লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” (আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই) দুআটা পড়তেন। কুরআনে বহু জায়গায় রবুবিয়াহ আকীদার ভিত্তি পাওয়া যায়। যেমনঃ আল্লাহ বলছেনঃ “আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা।” (সূরা আয-যুমার ঃ ৬২) “প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তাও।” (সূরা আস-সফফাত ঃ ৯৬) “আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না।” (সূরা তাগাবুন ঃ ১১)।

আস্‌মা ওয়াস্‌ সিফাতঃ এই শ্রেণীর কয়েকটি রূপ আছেঃ

১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হলোঃ কুরআনে ও হাদীসে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া অন্য কোনভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না।

বাকী অংশ দ্বিতীয় পাতায়

From Qur'an:

📖 নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি কোন অপবাদ আরোপ করলে মিথ্যা অপবাদের জন্য স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করতে হবে।
[সূরা নিসা ঃ ১১২]

From Hadith:

📖 মসজিদে হারাম (কাবা ঘর), মসজিদে নববী, এবং মসজিদে আকসা। এই (তিন জায়গা) ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অপর কোনো স্থানের জন্যে সফর করবে না।
[বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, তিরমিজি, আন-নাসাঈ, ইবনে মাজা]

ভেতরের পাতায়

আমরা রাসূল (সাঃ) কে কতটুকু ভালবাসি?	3	কিছু মুল্যবান তথ্য আমাদের জানা প্রয়োজন	6
কুরআন-হাদীসের দলিল অনুযায়ী ভাল কাজের লিষ্ট......	4	Lifetime of the 6 Hadith Compilers & 4 Sunni Imams....	7
ইবলিস শয়তানের পলিসি হতে সাবধান	4	টরন্টোর কিছু মুসলিম পরিবারের অভিমত	7
আমাদের অনেকেরই ভুল ধারণা	5	Family Tree of Prophet Muhammad (pbuh)	8

তাওহীদ

প্রথম পাতার পর.....

২) আল্লাহকে কখনোই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ, বাইবেল ও তাওরাতে দাবি করা হয় যে আল্লাহ ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং তারপর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন। এই কারণে ইহুদি ও খৃষ্টানগণ হয় শনিবার নতুবা রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসাবে নেয় এবং ঐদিনে কাজ করাকে পাপ বলে মনে করে। এই ধরনের দাবি স্রষ্টার উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করে।

৩) মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী আরোপ না করা। আমাদের সমাজে পীর-আওলীয়াগণকে আল্লাহর ক্ষমতায় গুণান্বিত করা হয় যেমনঃ তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, গায়েব জানেন, মৃতকে জীবিত করতে পারেন, মানুষের ভাল-মন্দ করতে পারেন, গুনাহগারকে জান্নাতে পার করে দিবেন, কবরের আজাব মুক্ত করে দিবেন, নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারেন, বোবাকে কথা বলাতে পারেন, রিজিক বাড়িয়ে দিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪) আল্লাহর সিফাতী নামে কাউকে ডাকা যাবে না। যেমনঃ "আর-রউফ" (যিনি সবচেয়ে সমবেদনায় ভরপুর) এবং "আর-রহীম" (সবচেয়ে দয়ালু), এই ধরণের নাম আল্লাহর পূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করে যা শধুমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। এই ধরণের নাম মানুষের ব্যাপারে তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন তার নামের আগে "আব্দ" শব্দটি ব্যবহার করা হবে, যেমন আব্দুর রউফ, আব্দুর রহীম, আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি। তেমনি ভাবে আব্দুর রাসূল (রাসূলের গোলাম), আব্দুন নবী (নবীর গোলাম), আব্দুল হোসাইন (হোসাইনের গোলাম) ইত্যাদি নামগুলো নিষিদ্ধ। কারণ এখানে মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের গোলাম হিসাবে ঘোষণা করছে।

উলুহিয়াতঃ সকল প্রকার ইবাদত করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সেজন্য মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে যে কোন ধরণের মধ্যস্থতাকারী অথবা যোগাযোগকারীর প্রয়োজন নেই।

যে সূরা ফাতিহা আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে অন্ততপক্ষে ৩৫ বার পড়ে থাকি সেখানে আমরা বলি "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই"। এই আয়াতে পরিষ্কার বলা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা করছি তার উল্টোটা। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "তুমি যদি ইবাদতে কিছু চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও এবং তুমি যদি সাহায্য চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও"। (আত-তিরমীজি)

বাস্তব চিত্রঃ বাস্তবে আজ মুসলিম সমাজে আল্লাহকে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় বটে কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে আল্লাহর উলুহিয়াতী (ইবাদত) তওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু বস্তুতঃ তাঁর রবুবিয়াতের (প্রভুত্ব) তাওহীদ স্বীকার করা হচ্ছে না। মুখে স্বীকার করলেও বাস্তবে রব হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে আরো অনেক শক্তিকে। আর এটাই হচ্ছে শিরক। শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে-ই রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভাবশালী, কর্তৃত্বসম্পন্ন, বিশ্ব ব্যবস্থাপক এবং রব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই মৃত 'বুযুর্গ' (?) লোকদের নিকট প্রার্থনা করে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরই ভয় করে চলে, তাদেরই নিকট থেকে কোনো কিছু পেতে আশা পোষণ করে। বিপদে পড়লে তাদের নিকটই নিস্কৃতি চায়, তাদের নিকট থেকেই চায় উন্নতি। মনে করে, এরা অলৌকিকভাবে মানুষের দোয়া শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, ফয়েজ দিতে পারে, ভালো-মন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্য তাদের সন্তোষ কামনা করে। আর তাদের সন্তোষ বিধানের জন্যেই তাদের উদ্দেশ্যে মানত করে মানে, পশু জবাই করে, মরার পর তাঁদের কবরের ওপর সিজদায় মাথা লুটিয়ে দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্যে ব্যয় করা কর্তব্য বলে মনে করে। আর এসব কারণেই দেখা যায় যে এ শ্রেণীর লোকদের কবরকে নানাভাবে ইজ্জত ও তাজীম করা হচ্ছে, বহু অর্থ খরচ করে কবরের ওপর পাকা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর সফর করা হয়। এক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চারিদিক থেকে ভক্তেরা এসে জমায়েত হয়। ঠিক যেমন মুশরিক জাতিগুলো ভ্রমনে যায় তাদের জাতীয় তীর্থভূমে। ইসলামে তওহীদী আকীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট দোআ করা বা আর কাউকে সম্বোধন করে দোআ করা সুস্পষ্ট শিরক। ইসলামে তা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হলো ঃ

- "আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে ডাকছো তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, নিজের সাহায্যেও অক্ষম।" (সূরা আরাফ ঃ ১৯৭)
- "কোনো দুঃখ বা বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান।" (সূরা আল আনআম ঃ ১৭)
- "আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৭)
- "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই নিকট দুআ করো, তাদের কেউই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। তা সত্ত্বেও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো - তাদের নিকটই দুআ করো, তবে তারা তো তোমাদের ডাকও শুনতে পায় না।" (সূরা ফাতির ঃ ১৩-১৪)

উদাহরণঃ তাওহীদের ক্ষেত্রে মাঝামাঝি কোন বিষয় নেই, যে আমি ৫০% মানি বা ৭০% মানি তা হবে না। আর এ ক্ষেত্রে মাঝামাঝি হচ্ছে সন্দেহ, ইসলামে সন্দেহের কোন স্থান নেই যা হবে তা হতে হবে ১০০% বা পুরোপুরি অর্থাৎ সত্য।

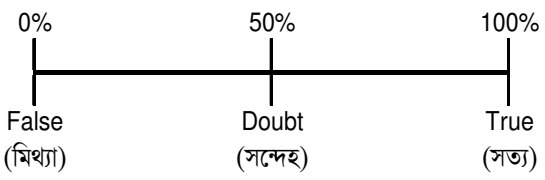

আমরা রসূল (সা.) কে কতটুকু ভালবাসি?

সুন্নাত কী? সুন্নাত হলো সেই মূল আদর্শ যা আল্লাহ তাআলার নির্দেশে রাসূলে করীম (সাঃ) নিজে তাঁর বাস্তব জীবনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; অনুসরণ করার জন্যে দৃষ্টান্ত (গাইডলাইন) হিসেবে রেখে গেছেন দুনিয়ার মানুষের সামনে। কেননা নবী করীম (সাঃ) যা বাস্তবভাবে অনুসরণ করেছেন, তার উৎস হলো ওহী-- যা আল্লাহর নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন।

আল্লাহর জানিয়ে দেয়া বিধান ও নির্দেশ রাসূলে করীম (সাঃ) এর বাস্তব কর্মজীবন। সেখানে আল্লাহর সকল আদেশ নিষেধেরই প্রতিফলন ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে ঈমানদারদের এই ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের জন্য জোর দিয়ে বলেছেনঃ

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে (মুহাম্মদ সঃ কে) অনুসরণ কর, (তাহলে) আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

সুতরাং একমাত্র আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) নির্দেশাবলী অর্থাৎ সুন্নাহ অনুসরণ করে এবং সতর্কতার সঙ্গে দ্বীন ইসলামে সকল নতুন বিষয়ের প্রবর্তন (বিদআ) এড়িয়ে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যায়। এই অনুমোদিত বিধি রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

"আমার সুন্নাহ এবং সঠিকভাবে পথ নির্দেশকারী খলিফাদের অনুসরণ কর। এটা মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর। এবং নতুন প্রবর্তন সম্মন্ধে সাবধান হও কারণ সেগুলি সব প্রচলিত ধর্মমত-বিরুদ্ধ বিশ্বাস (বিদআত) এবং বিরুদ্ধ বিশ্বাস হল ভুল পথ যা জাহান্নামের আগুনের দিকে চালিত করে"। (আবু দাউদ, আত-তিরমিজী)

তাহলে সুন্নাহ কি? এক কথায় রাসূল (সাঃ) এর কাজ এবং কথাই হচ্ছে সুন্নাহ। আমরা অনেকেই নিজেকে রাসূল (সাঃ) এর খাঁটি অনুসারী বলে দাবী করি এবং নিজেকে তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করছি বলে মনে করি। রাসূল (সাঃ) এর ভালবাসায় এতোই পাগল যে নিজেকে 'আশেকে রাসূল' বলে দাবী করি । কিন্তু আমরা বাস্তবে ভুলে যাই যে রাসূল (সাঃ) এর সমস্ত কাজ-কর্মই হচ্ছে সুন্নাহ। নিম্মে রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহর কিছু বর্ণনা দেয়া হলোঃ

সহজ সুন্নাহঃ আমরা অনেকে রাসূল (সাঃ) এর কাজ-কর্মের মধ্যে যে কাজগুলো 'সহজ' (easy) শুধু সেগুলিকেই বেছে নিয়েছি নিজের জীবনে সুন্নাহ হিসাবে, যেমনঃ আতর লাগানো, সুরমা লাগানো, পাগড়ী পরা, লম্বা জুব্বা পরা, টাখনুর উপর পায়জামা পরা, টুপি পরা, লম্বা দাড়ি রাখা, দাড়িতে মেহেদী লাগানো, মিষ্টি খাওয়া, মাটিতে বসে আহার করা, মিসওয়াক করা, ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা, ৩-৪টি বিয়ে করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

---- আবু জারা , টরন্টো

কঠিন সুন্নাহঃ আমরা রাসূল (সাঃ) কে এতো ভালবাসি যে, যে সুন্নাহগুলো কঠিন সেগুলোর থেকে দূরে থাকি। যেমনঃ রাসূল (সাঃ) দীর্ঘ ২৩ বছর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য হাড় ভাঙ্গা সংগ্রাম করেছেন, তায়েফের রাস্তায় কাফেরদের পাথরের আঘাতে রক্ত ঝরিয়েছেন, ওহুদের ময়দানে দাঁত হারিয়েছেন, খন্দকের যুদ্ধে এক নাগাড়ে না খেয়ে মদীনার তিন দিকে পরিখা খনন করেছেন। নবুয়াত প্রাপ্তির পর মক্কার প্রথম ১৩ বছর কাফেরদের অমানবিক নির্যাতন সহ্য করেছেন, কাফেদের বয়কট অবস্থায় পাহাড়ের ঢালে নতুন মুসলিমদের নিয়ে ৩টি বছর কাটিয়েছেন এবং জীবন বাঁচানোর জন্য গাছের পাতা এবং ছাল খেয়েছেন। একসময় কাফেররা রাসূল (সাঃ)কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর নির্দেশে তিনি জন্মভুমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছেন। তাঁর সারা জীবনে তিনি কোন দিন দুই বেলার বেশী পেট ভরে খেতে পাননি। রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের নিয়ে দীর্ঘ ৬৩ বছর জীবনে ১০০ টির মতো যুদ্ধ করেছেন। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজ থেকে যতো রকম অন্যায় কাজ যেমনঃ সুদ, ঘুষ, যিনা, মদ, জুয়া, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, জুলুম, মিথ্যাচার, অবিচার, রাহাজানী, হত্যা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি দূর করেছিলেন। যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানেই বাধা দিয়েছেন। এছাড়া সমাজে পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে নামাজ, রোজা, যাকাত, মহিলাদের পর্দা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত, চোগলখুরী, রিয়া, লোভ-লালসা ইত্যাদি দূর করেছিলেন। বাবা-মার হক, সন্তানের হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, আত্মীয়ের হক, প্রতিবেশীর হক, এতিমের হক, অমুসলিমের হক, যুদ্ধ বন্দীদের হক, সরকারের হক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদি রাসূল (সাঃ) এর বিস্তারিত জীবনি পড়েন তাহলে দেখবেন যে সারাটা জীবন তিনি কত কষ্টে কাটিয়েছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এরকম অনেক কাজই তিনি করেছেন যার বর্ণনা গোটা কুরআন ও হাদীস গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়।

আল কুরআন হচ্ছে complete code of life অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই যে উপরের সুন্নাহগুলো রাসূল (সাঃ) এর জীবনে দেখা যায় আসলে এগুলো সবই কুরআনের কথা, কুরআনের নির্দেশগুলোই অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য তিনি সারা জীবন এই কাজগুলো করেছেন। মনে করবেন না যে এগুলো শুধু তাঁর একার কাজ, তার একার মিশন। তিনি ছিলেন গোটা মানব জাতির জন্য রোল মডেল। তাঁর দেখিয়ে যাওয়া সমস্ত কাজগুলো প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব এবং সেটাই তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ। এবার নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন 'আশেকে রাসূল' বলে নিজেকে নিজে যে দাবী করছেন তা কতটুকু যুক্তি সংগত? একটা উদাহরণ দেয়া যাক ধরুন, আপনি একটা কোম্পানীতে চাকুরী নিয়েছেন, আপনার ম্যানেজার আপনাকে আপনার job descriptions বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবার আপনি প্রতিদিন বেছে বেছে অতি সহজ কাজগুলো করেন আর কঠিন কাজগুলো না করে এড়িয়ে যান। এবার আপনিই বলুন আপনার চাকুরী কতদিন টিকবে? যদিও চাকুরী টিকে থাকে তাহলে আপনিই বলুন আপনার ম্যানেজার এবং কোম্পানীর মালিকের কাছে আপনি কত দিন প্রিয়পাত্র হিসাবে পরিগণিত হবেন বা তারা আপনাকে কি চোখে দেখবেন?

কুরআন-হাদীসের দলিল অনুযায়ী ভাল কাজের লিষ্ট

১) পরিপূর্ণ ঈমান আনা এবং আল্লাহর সাথে সৃষ্টির অন্য কাউকে অংশীদার না করা। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭, সূরা নিসা ঃ ৩৬)
২) দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। (সূরা যুমার ঃ ৯)
৩) নামায প্রতিষ্ঠা ও আদায় করা। (সূরা বাকারা ঃ ৫)
৪) আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)
৫) দ্বীন ইসলামের সকল বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা। (সূরা বাকারা ঃ ২০৮)
৬) মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করা ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৩)
৭) ইয়াতিম ও দরিদ্রদের সাহায্য করা। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)
৮) সকল মু'মীন ও মুত্তাকীদের ভালবাসা। (সহীহ আবু দাউদ, আহমদ)
৯) কাফের ও পাপীদের ঘৃণা করা। (সূরা মুজাদালাহ ঃ ২২)
১০) বিপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৩)
১১) সকল ফরজ ও ওয়াজিব সময়মত আদায় করা। (সহীহ মুসলিম)
১২) সকল ধরণের হারাম কাজ এবং কবীরা গুনাহ হতে নিজেকে রক্ষা করা। (সূরা নিসাঃ১৪, ৩১)
১৩) সবর্দা অর্থ বুঝে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। (সহীহ মুসলিম)
১৪) দ্বীনি ইলমী বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত থাকা। (সহীহ মুসলিম)
১৫) নিয়মিত দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী)
১৬) সর্বদা ও নিয়মিত দুরুদ শরীফ পাঠ করা। (সূরা আহযাব ঃ ৫৬)
১৭) সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করা। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)
১৮) সর্বদা সত্য কথা বলা। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)
১৯) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)
২০) সর্বদা ও নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া। (সহীহ তিরমিযী)
২১) মেহমানকে সম্মান করা। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)
২২) আল্লাহর রাস্তায় সর্বদা দান খয়রাত ও সদকা দেওয়া। (সূরা বাকারা ঃ ৩)
২৩) প্রতি চাঁদের মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে তিনটি রোজা রাখা। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)
২৪) মহরম মাসের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে দুটি রোজা রাখা। (সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)
২৫) জিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন বিশেষভাবে নফল ইবাদত ও বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ করা। (সহীহ বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)
২৬) হজ্জে না গিয়ে থাকলে জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ অর্থাৎ আরাফাতের দিন রোজা রাখা। (সহীহ মুসলিম)
২৭) শাওয়াল মাসে ৬টি রোজা রাখা। (সহীহ মুসলিম)
২৮) হালাল উপায়ে টাকা পয়সা উপার্জন করা। (সহীহ মুসলিম)
২৯) হালাল পথে টাকা পয়সা খরচ করা। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৫)
৩০) রোগীকে দেখতে যাওয়া। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)
৩১) আল্লাহর জন্য কাউকে দ্বীনি ভাই হিসাবে গ্রহণ করা। (সহীহ মুসলিম)
৩২) মিসকিন ও দরিদ্রকে সর্বদা আহার করানো। (সূরা ইনসান ঃ ৮)
৩৩) মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা। (সহীহ আবু দাউদ)
৩৪) আল্লাহর পর মুহাম্মদ (সাঃ)কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা। (সহীহ বুখারী)
৩৫) জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর জীবনাদর্শ মেনে চলা। (সূরা আহযাব ঃ ২১)
৩৬) প্রয়োজনে মুমীন ভাইদেরকে কর্জে হাসানা দেওয়া। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৭)
৩৭) মুমীনদের মধ্যে সালামের প্রচলন করা। (সূরা নিসা ঃ ৮৬, সূরা নূর ঃ ৬১ এবং মুসলিম)
৩৮) নিয়মিত ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা (আলে-ইমরানঃ ১০৪, বাকারাঃ ১৪০, নহলঃ ১২৫)

---- দ্বীন ইসলামের সঠিক পথ - হাফেজ জাহিদ হোছাইন

ইবলিস শয়তানের পলিসি হতে সাবধান

ইবলিস শয়তানের পলিসি হচ্ছে মুসলিমদেরকে কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে না দেয়া। কারণ আপনি যদি কুরআন বুঝে সেই অনুযায়ী আপনার জীবন চালাতে থাকেন সেখানেই ইবলিস শয়তানের ব্যর্থতা। তাই শয়তান সুকৌশলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বেছে নিয়েছে কুরআনকেই কিন্তু ভিন্ন উপায়ে। যেমনঃ খুব সহজে কিভাবে কিছু দুআ-দুরূদ পরে জান্নাত লাভ করা যাবে, কোন দুআ কত হাজার বার পড়লে কি হবে, কোন আয়াত জাফরান দিয়ে লিখে পেটে বেঁধে রাখলে বাচ্চা হবে, কোন দুআ পড়ে চাল পড়া দিয়ে চোর ধরা যাবে, কোন আয়াত লিখে বালিশের নিচে রেখে ঘুমালে প্রেমিকাকে পাওয়া যাবে, কোন দুরূদ কাগজে লিখে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলে রোগ মুক্তি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আমলের কোন সহীহ দলিল কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। বাজারে এই ধরনের অনেক বই-ই পাওয়া যায়, যেমনঃ মক্বছুদুল মুমিন, বেহেশতের পথ, নেয়ামুল কুরআন, আমলে নাজাত, আমালে কুরআন, বেহেস্তি জেওর, সোলেমানী খাবনামা, নূরানী মজমুয়ায়ে পাঞ্জেগানা অজিফা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই এই ধরনের ভিত্তিহীন বই-পত্র, অজিফা এবং মানুষের বানানো দুরূদ হতে খুব সাবধান।

ইবলিস শয়তান আমাদের অনেক প্রকার সওয়াবের লোভ দেখায়, জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ দেখায়। বলে এই দোয়া ৪০ বার পড়লে ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ঐ দুরূদ এতোবার পড়লে ১ লক্ষ ফেরেস্তা কেয়ামত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে। এ কথা শুনে আমরা বলি 'সুবহানাল্লাহ' এর ফজিলত এতো! এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে গুনাহের প্রতি মানুষের ভয় কমিয়ে দেয়া হচ্ছে, অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তখন মানুষ মনে করে ২-৫ টা গুনাহ করলে কি আর ক্ষতি হবে? অমুক দোয়া পড়লে তো ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়েই যাবে। এভাবে শয়তান অসচেতন লোকদেরকে লক্ষ লক্ষ সোয়াবের লোভ দেখিয়ে ইসলামের মূল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ।

একটা প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান হোক

---- সম্পাদক

আমাদের দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজের অংশ হিসাবে আমরা ২০০৭ সালে যাকাতের উপর কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক এবং *practical scenario oriented* একটি *authentic* বই ৫০০ কপি ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, প্রতিবেশী ও এলাকাবাসির মধ্যে ফ্রী বিতরণ করি। সেই হিসাবে আমাদের এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেবকেও একটা কপি তার সংগ্রহে রাখার জন্য দেয়া হয়। ইমাম সাহেব বইটি হাতে নিয়েই সর্ব প্রথম জিজ্ঞেস করেন, বইটি কে লিখেছেন? যখন উত্তরে বলা হলো বইটির লেখক সিঙ্গাপুরে বসবাসরত একজন কম্পিউটার ইনজিনিয়র, তখন ইমাম সাহেব প্রশ্ন করলেন, উনি কি আলেম? উনি কি মাওলানা ? উনি ইনজিনিয়র হয়ে ইসলামের উপর বই লিখলেন কিভাবে? যাহোক যাকাতের উপর ঐ বইটি ইমাম সাহেব আর নিলেন না, ফেরত দিয়ে দিলেন।

এখন প্রশ্নঃ 'আলেমের' সংজ্ঞা কি? উত্তরে এক কথায় বলা যায় যার ভেতর 'এল্‌ম' আছে সেই আলেম। 'এল্‌ম' অর্থ জ্ঞান এবং 'আলেম' অর্থ জ্ঞানী, আর 'ওলামা' হচ্ছে আলেমের বহুবচন । এই জ্ঞান হতে পারে ইসলামিক অথবা নন ইসলামিক। ইসলামের পরিভাষায় আরো পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, যার ভেতর দ্বীন ইসলামের জ্ঞান আছে তিনি দ্বীনি আলেম। এখন একজন ইনজিনিয়র বা একজন ডাক্টার বা একজন পাইলট বা একজন ব্যাংক ম্যানেজার বা একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বা একজন ব্যরিষ্টার বা একজন এমপি বা একজন মিনিষ্টার বা একজন থানার ওসি বা একজন বাস ড্রাইভারও দ্বীনি আলেম হতে পারেন যদি তার ভেতর কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক দ্বীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান থাকে।

এখন আসুন আমরা বিশ্লেষণে আসি। কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য কি? কুরআন-হাদীসের মধ্যে আছেটা কি? উদাহরণ স্বরূপ এই পৃথিবীতে যতো জিনিস তৈরী হচ্ছে, যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফ্রিজ, গাড়ি, প্লেন, ট্রেইন, সেল ফোন ইত্যাদি বাজার-জাত করার সময় কোম্পানী পণ্যের সাথে একটা করে অপারেটিং ম্যানুয়্যালও দিয়ে দেয়। ঠিক তেমনি, আল্লাহ যখন মানুষকে তৈরী করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তখনও একটা ম্যানুয়্যাল সাথে দিয়ে দিয়েছেন, যার ভেতরে আছে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে পরিচালনা করব। মহান আল্লাহ এতোই দায়ালু যে তিনি শুধু ম্যানুয়্যাল পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি আবার সাথে একজন ট্রেইনারও পাঠিয়েছেন যিনি ঐ ম্যানুয়্যালটা তার বাস্তব জীবনে প্রাকটিক্যালী করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, আর সেই ট্রেইনার হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। এবং সেই ম্যানুয়্যালটা হচ্ছে আল কুরআন। রাসূল (সাঃ) হাতের নখ কাটা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সব কিছুই নিজে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এই আল কুরআন হচ্ছে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান, এখানে রয়েছে রান্না ঘর থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সমস্ত কাজের গাইডলাইন রয়েছে। যেমনঃ ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, শিক্ষানীতি, চিকিৎসানীতি, ধর্মনীতি, আইননীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

একটা সাধারণ *commonsense* হচ্ছে যারা বাস্তব জীবনের সাথে জড়িত যেমনঃ ইনজিনিয়র, ডাক্তার, পাইলট, ব্যাংক ম্যানেজার, ব্যরিষ্টার, এমপি, মিনিষ্টার, থানার ওসি, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বা একজন বাস ড্রাইভার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকেরা যদি কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর পড়াশোনা করে এই সমাজ এবং দেশকে পরিচালনা করেন তাহলেই কুরআনের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব। আর যারা কুরআন-হাদীস পড়ছেন ঠিকই কিন্তু বাস্তব জীবনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই তাহলে কে এই সমাজ বা দেশকে কুরআনের আলোকে পরিবর্তন করবে? তাই আমাদের প্রয়োজন এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে থাকবে *general education* এবং *Islamic education* এর *combination*। সত্যিকার চিত্রটা হওয়ার কথা ছিল এমন যে, যখন মাগরিবের আজান হবে, ডিউটিরত থানার ওসি সকল পুলিশদের সাথে নিয়ে জামাতে নামাজে দাড়িয়ে যাবেন এবং ইমামতি করবেন ওসি সাহেব নিজে, নামাজ শেষে ১০/১৫ মিনিট কুরআন হাদীস থেকে ওসি সাহেব সিপাহীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষাস্বরূপ নসিহত করবেন। একইভাবে যখন যোহরের আজান হয়ে যাবে তখন প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীসাহেবগণ তার নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের সকলকে নিয়ে জামাতে নামাজের ইমামতি করবেন। আবার একই ভাবে যোহর আসর নামজের আজান হলে ইউনির্ভাসিটির ভাইস চেন্‌ছলরের ইমামতিতে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করবেন। এভাবে যার যার এলাকার এমপি সাহেব জুম্মার নামাজের খুতবা দিবেন এবং ইমামতি করবেন। ঈদের সবচেয়ে বড় জামাতের ইমামতি করবেন রাষ্ট্রপতি নিজে এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে খুতবা দিবেন । হ্যাঁ, কুরআন বলে যে, মুসলিমগণের মাঝে যারা সমাজ পরিচালনা করবেন বা দেশ পরিচালনা করবেন অথবা যে কোন নেত্রীস্থানীয় স্থানে থাকবেন এমনকি যে কোন অফিসের বস হতে পারেন, তাদের অবশ্যই কুরআনের উপর যথেষ্ট দখল থাকতে হবে।

আমাদের সকলের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সবসময় কাজ করে যে, যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন কুরআন-হাদীস নিয়ে শুধু তারাই ইসলাম চর্চা করবেন এবং এই বিষয়টা শুধু তাদের। আপনি যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে, হাজার হাজার ইসলামিক স্কলার ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকায় দ্বীন ইসলামের কাজ করে যাচ্ছেন যাদের মাদ্রাসার কোন ড্রিগ্রি নাই অথচ তারা একেক জন বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডক্টরেট। এদের আহ্বানে হাজার হাজার নন-মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে। যেমন ধরুণ ডঃ ইউসুফ ইস্টেস, ডঃ বিলাল ফিলিপস, ডঃ জাকির নায়েক, ডঃ ইউসুফ ইসলাম, ডঃ জামাল বাদই, ডঃ তৌফিক চৌধুরী, ডঃ আব্দুল হাকীম কুইক, ডঃ নদভী, ডঃ রাহমেত শাহ খান, আব্দুর রহমান গ্রীন প্রমুখ স্কলারগণ কোন ট্রেডিশনাল মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন নাই আবার উনাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের উপর যথেষ্ট রির্সাচ করেছেন, তার পর পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় ইউনির্ভাসিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং দ্বীনের জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে কাজ করে যাচ্ছেন।

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায় অনেক ভাল ভাল ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি, কলেজ, এডুকেশন সেন্টার বা ইন্সিটিটিউট আছে, যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মার্স্টাস, গ্রাজুয়েশন, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেশন কোর্স দিয়ে থাকে, যে কেউ এই ধরনের কোর্সে অংশগ্রহণ করে ইসলামের উপর বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হতে পারেন। এই কোর্সগুলো আমাদের দেশের গতানুগতিক মাদ্রাসার কোর্সের মতো নয়, এই কোর্সগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক বাস্তব জীবনধর্মী এবং খুবই হাই কোয়ালিটি সম্পন্ন, অর্থাৎ কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যে ইসলামের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে *integrated* করা হয়েছে। আর যারা ক্লাশ নিয়ে থাকেন অর্থাৎ লেকচারার তারাও খুবই প্রফেশনাল। নিম্নে এই ধরনের কয়েকটি *Canadian Institute* এর *web address* দেয়া হলো। www.almaghrib.org, www.alkauthar.org, www.ilmpath.com, www.alfajrinstitute.com

এছাড়া এই ওয়েষ্টার্ন দেশগুলোতে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইসলামিক কনফারেন্স, সেমিনার, ওর্য়াকশপ, ট্রেনিং হচ্ছে যা খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন। আর এই ধরনের প্রোগ্রামের বক্তা হিসাবে আসছেন সারা পৃথিবীর সব **A-class** ইসলামিক স্কলারগণ। আলহামদুলিল্লাহ, এই ধরনের প্রোগ্রামে অনেকেই সপরিবারে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন এবং একাডেমিক ক্যারিয়ারের পাশাপাশি দ্বীন ইসলামের উপর পড়াশোনা করে দক্ষতা অর্জন করছেন এবং জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন।

কিছু মুল্যবান তথ্য আমাদের জানা প্রয়োজন

---- ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আহ্‌মদ

ভারতবর্ষ প্রায় দুই শত বৎসর খৃষ্টানদের অধীনে থাকাকালে তৎকালীন এক বিট্রিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ গাডষ্টোন (১৮০৯-৯৮) একদিন একটি কুরআন উচু করে ধরে হাউজ অফ কমন্সে বলেছিলেন, - "দেখ, এটা হচ্ছে মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন, মুসলিমগণ যদি এই কুরআনের সঠিক শিক্ষা লাভ করে তবে তোমরা কোন মুসলিম দেশেই তোমাদের শাসন চালাতে সক্ষম হবে না। তোমরা যদি মুসলিম দেশগুলির উপর নিরাপদে রাজত্ব করতে চাও, তাহলে এই কুরআনের শিক্ষা হতে মুসলিমদেরকে দূরে রাখতে হবে।" তাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিলঃ

১) আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রিন্সিপাল যেন ইংরেজ হতে পারে। তার জন্য আইন করলো I.C.S ক্যাডার ছাড়া কেউ আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হতে পারবে না। তৎকালীন সময়ে মুসলিম আলেম-ওলামাগণ ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করার ফলে কোন মুসলিম I.C.S ক্যাডার হতে পারেননি। অন্যদিকে হিন্দু I.C.S ক্যাডারকে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করলে মুসলিমগণ কোন অবস্থাতেই মেনে নিবেন না। তাই খৃষ্টান I.C.S ক্যাডারগণ আলীয়া মাদ্রাসাগুলির প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ছিলেন ২৬ জন।

২) দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী খৃষ্টানগণ মুসলিমদের মগজে মারাত্মক আক্বীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিলেন যেঃ "মানুষের জীবনে দুইটি অংশ, একটি হলো দ্বীনদারী এবং আর একটি হলো দুনিয়াদারী।"

'দ্বীনদারী' হলোঃ আকাশের উপরের এবং মাটির নিচের ব্যাপার যেমন, পরকালে কি হবে, কবর কিভাবে খুঁড়তে হবে, বাঁশ-চাটাই কয়টা লাগবে, কাফনের কাপড় সুতি হবে না টেট্রোন হবে, লাসের গোসল গরম পানি না ঠান্ডা পানি দিয়ে হবে, আতর গোলাপ কেমন লাগবে, কবর আজাব কেমন হবে, কবরের মধ্যে সাপ কয়বার কামড়াবে, মানুষ মারা গেলে মিলাদ কিভাবে পড়াতে হবে, গরু কয়টা দিয়ে চল্লিশা করতে হবে, হুজুর ভাড়া করে এনে কয়বার সবিনা খতম পড়াতে হবে, জান্নাতে কতটা হুর দিবে, জান্নাতে বৃদ্ধরাও যুবক হয়ে যাবে, জান্নাতে ফুলের বাগান কেমন হবে, কেমন ফল খেতে দিবে, জাহান্নামে আগুনের তাপ কেমন হবে, পুল-সীরাত কত চিকন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

'দুনিয়াদারী' হলোঃ আকাশ এবং মাটির মাঝের অংশ অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আমরা যা কিছু করছি তাই দুনিয়াদারী। যেমনঃ দেশ শাসন, সমাজ পরিচালনা, পরিবার গঠন ইত্যাদি। দ্বীনদারী এবং দুনিয়াদারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, একটা থেকে অন্যটা সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বীনদারীর ব্যাপার শুধু দেখবে মাদ্রাসার হুজুররা এবং দুনিয়াদারী হলো general educated মানুষের জন্য।

৩) তৃতীয় পরিকল্পনা হলোঃ মাদ্রাসার সিলেবাস তৈরী করা এবং আল-কুরআনের সিলেবাসে যেন শুধু পরকাল সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু না থাকে। তখন থেকেই মাদ্রাসায় বাস্তব জীবন সম্পর্কিত আল-কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সুকৌশলে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। চালু হলো না বুঝে কুরআনে হাফেজ, বিভিন্ন রকম কুরআন খতম, কুরআন দিয়ে নানা রকম তাবিজ-কবজ, চাল পড়া দিয়ে চোর ধরা, কুলখানী, মিলাদ, সবিনা খতম, হালকা জিকির, মোরাকাবা, আওলীয়া হওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ, পীর-মুরিদি, পীরদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দান, কলব পরিষ্কার, নানরকম চিল্লা লাগানো, মাজারের খেদমত করা, মাজারে শির্ণি দেয়া, ফুল-ফল দেয়া, আগর বাতি দেয়া, মোমবাতি দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারা সুকৌশলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন দুই মেরুতে ভাগ করে দিলেন যে যারা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তারা administration-এ আসতে পারবেন না অর্থাৎ দেশ চালানোর মতো তাদের কোন যোগ্যতা থাকবেনা। যারা মাদ্রাসা থেকে পাশ করে বের হবে তাদের পেশা হবে সাধারণতঃ মুসলমানী করানো, বিয়ে পড়ানো, তারাবী পড়ানো, ইমামতি করা, মুয়জ্জিনগিরী করা, জানাজা পড়ানো, খতম পড়ানো, মিলাদ পড়ানো, জীন-ভূত তাড়ানো, মাদ্রাসায় পড়ানো, এতিম খানার প্রিন্সিপাল ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার তারা সাধারণ স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজালেন যেন তার মধ্যে আল-কুরআনের কোন প্রকৃত শিক্ষা না থাকে কারণ কুরআন হচ্ছে complete code of life। তাই যারা দেশ চালাবে, পার্লামেন্টে বসবে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় চালাবে, ইন্ডাসট্রিজ, ব্যাংক, কোর্ট, থানা, ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদির দায়িত্বে থাকবে তাদের মধ্যে থাকবে না কোন কুরআনের সঠিক শিক্ষা।

পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধঃ কাউকে ছোট বা হেয় করার জন্য উপরের তথ্যগুলো দেয়া হয়নি। কেউ আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু দুই প্রফেশনের ভাই-বোনদেরকেই সচেতন করা। দ্বীন এবং দুনিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (There is no Deen without Dunia)। একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মহান আল্লাহ দ্বীন (পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান) পাঠিয়েছেন-ই দুনিয়াকে সঠিক নিয়মে পরিচালনার জন্যে। যিনি আমাদের পাঠিয়েছেন তিনিই ভাল জানেন কিভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করলে আমরা সকলে মিলে ভাল থাকবো। আর সেই গাইডলাইন-ই রয়েছে আল-কুরআনে।।

এখানে তাকওয়াকে একটি উড়ন্ত পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে। একটি পাখি তার দুটো ডানার উপর ভর করে উড়ে যাচ্ছে, পাখিটির একটি পাখা হচ্ছে "আল্লাহর প্রতি ভালবাসা" এবং অপর পাখাটি হচ্ছে "আল্লাহর প্রতি ভয়", আর পাখিটি হচ্ছে তাকওয়া। এই দুটো বিষয়ের উপর ভর করেই পাখিটি তার ফাইনাল ডেস্টিনেশনে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর এই দুটোর একটি যদি দুর্বল বা অচল হয়ে যায় তাহলেই পাখিটি তার ফাইনাল ডেস্টিনেশনে পৌছুতে পারবে না।

---- তাকওয়া, আমির জামান

Lifetime of the 6 Prominent Hadith Compilers

Sl.	Name	Born			Died		
		City	Hijri	CE	City	Hijri	CE
1	Bukhari	Bukhara (Uzbekistan)	194	810	Khartank (Samarkand) Uzbekistan	256	870
2	Muslim	Nishapur (Khurasan), Iran	204	820	Nishapur (Iran)	261	875
3	Abu Dawood	Shistan (Iran)	202	817	Basra (Iraq)	275	888
4	Nasaee	Nasa (Khurasan), Iran	215	830	Mecca (Saudi Arab)	303	915
5	Tirmizi	Tirmiz (Iran)	209	828	Tirmiz (Iran)	279	896
6	Ibne Majah	Kazvin (Iran)	209	828	Kazvin (Iran)	273	890

Total Collection of Hadith

Sl.	Name of the Hadith collector	Total number of Ahadith he collected	Percentage he rejected	Number of Ahadith he accepted
1	Bukhari	600,000	99.54	2,762
2	Muslim	300,000	98.55	4,348
3	Tirmide	300,000	98.96	3,115
4	Abudawood	500,000	99.04	4,800
5	Ibn Maja	400,000	99.00	4,000
6	Nasai	200,000	97.83	4,321
Total		**2,300,000**	**98.98%**	**23,346 (1.02%)**

Lifetime of the 4 Sunni Imams

Sl.	Name	Born			Died		
		City	Hijri	CE	City	Hijri	CE
1	Imam Abu Hanifa (Noman ibn Thabit)	Kufa (Iraq)	80	700	Baghdad (Iraq)	150	767
2	Imam Malik ibn Anas	Medina (Saudi Arabia)	93	715	Medina (Saudi Arabia)	179	795
3	Imam Muhammad ibn Idris ash-Shafi	Gazza (Palestine)	150	767	Fustat (Egypt)	204	820
4	Ahmad ibn Hanbal	Baghdad (Iraq)	164	780	Baghdad (Iraq)	241	855

টরন্টোর কিছু মুসলিম পরিবারের অভিমত

টরন্টো শহরের কিছু মুসলমান পরিবারের সংগে নানা বিষয়ে আলোচনা প্রসংগে জানতে পারলাম ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাদের অভিমত। কারো কারো মতে গরু- ছাগল- ভেড়া- হাঁস-মুরগি- কবুতর তো হালাল প্রাণী, সুতরাং যে কোন ষ্টোর থেকে মাংস কিনে খেতে কোন দোষ নেই, রান্না করে খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নিলেই হলো। এক স্বামী-স্ত্রী তো চ্যালেঞ্জই দিলেন আমাকে এই বলে যে মুসলিম ষ্টোরের স্ব-ঘোষিত হালাল মাংস যে সত্যি সত্যি হালাল, মোল্লাকে দিয়ে ইসলামী রীতি অনুসারে জবাই করা পশুর মাংস, তার কি কোন প্রমাণ আছে?

অপর এক পরিবার নামাজ-রোজা করার পক্ষপাতী নয় কারণ তাদের ভাষায় ঃ আমরা তো সৎপথে আয় রোজগার করে খাচ্ছি, কাউকে ঠকাচ্ছি না, কারো প্রতি কোন অন্যায়-অবিচার করছিনা, মদ-জুয়াতে পয়সা নষ্ট করছিনা, আমরা তো ক্রিমিনাল নই, কোন গুনাহের কাজ করছিনা। তাহলে নামাজ-রোজা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কি দরকার?

কারো কারো মতে বিয়ার হারাম নয়, ওটা খেতে কোন দোষ নেই কারণ এটা তো একটা অর্ডিনারী ড্রিংক মাত্র। পানির বদলে তারা ঘরেও বিয়ারই খেয়ে থাকেন। আবার এমন ধনী পরিবারও আছে যাদের বাড়িতে লোকজনকে কোন উপলক্ষে দাওয়াত দিলে সেই পার্টি দুই দিনে অনুষ্ঠিত হয়-একদিন এলকোহলিক পার্টি, অন্যদিন নন-এলকোহলিক পার্টি!

অপর এক উচ্চ শিক্ষিত বয়স্ক মুসলিমের অভিমত হলো আমাদের মত "ইন্টেলিজেন্ট" লোকদের পক্ষে কুরআন-হাদীসের ঐসব গালগল্পে বিশ্বাস করাটা সাজেনা। একেবারেই সমীচীন নয়। অথচ সেই লোকেরই মুখে অনবরত হিন্দু ধর্মের গীতা অথবা মহাভারতের কাহিনীর গুণকীর্তন শোনা যায়। স্ব-বিরোধীতার আর এক দৃষ্টান্ত।

এক আত্মীয়ার বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে বেশ কিছু নূতন লোকের সংগে দেখা হলো। পরিচয় হলো। নিমন্ত্রিতদের সবাই মুসলিম। আলাপ প্রসংগে একজন ষাটোর্ধ বয়সের অতিথি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কি কুরআন শরীফ পড়েছেন? বললাম ঃ পড়েছি এবং প্রতিদিনই পড়ি। আল্লাহর কালাম, পড়তে তো হবেই। তিনি বললেন ঃ কুরআনে বিশ্বাস করি, আমিও কুরআন পড়ি তবে এটা আল্লাহর কালাম বলে আমি বিশ্বাস করিনা এবং আল্লাহতেও বিশ্বাস করিনা। **Absolutely there is no God**, জোর দিয়ে এই কথাটি বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করলেন। অত্যাশ্চর্য স্ব-বিরোধী কথাবার্তা! কুরআন মানেন অথচ আল্লাহতে বিশ্বাস নেই এ কেমন মুসলিম? জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কুরআন তাহলে কোথা থেকে এল? কুরআনের **author** কে? বললেন ঃ কুরআনের **author** হচ্ছেন প্রোফেট মুহাম্মদ, তিনিই এই কুরআন লিখেছেন। এবং আমি মুহাম্মদের হাদীসেও বিশ্বাস করি। কারণ হাদীস না পড়লে কুরআন পড়ে কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়।

---- *Sayedul Hossain*

মুক্তির উপায়

হাদীসঃ "হযরত উকবা ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি রাসূলে করীম (সাঃ) এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম যে, মুক্তির উপায় কি, তা বলে দিন। উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তোমার জিহবা তোমার আয়ত্তে রাখ, তোমার ঘরকে প্রশস্ত কর এবং নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কান্নাকাটি কর।" (তিরমিযী)। মুক্তির তিনটি উপায় সম্পর্কে রাসূলে করীম (সাঃ) এর হাদীসটির ব্যাখ্যা হলো --

১ম - নিজের জিহবা সংযত রাখাঃ জিহবাকে নিজ আয়ত্বে রাখা এবং সঠিক আদর্শানুযায়ী উহাকে ব্যবহার করা। অন্য কথায় মুখে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন কথা উচ্চারণ না করা। বস্তুত জিহবা নিজের কন্ট্রোলে না থাকার দরুন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত যে বিপর্যয় ও ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয় তার শেষ নেই; পক্ষান্তরে একে সংযত রাখলে, সঠিক আদর্শ অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় একে ব্যবহার করলে কত যে বিপদ, গন্ডগোল ও তিক্ততা হতে নিস্কৃতি পাওয়া যায় তারও হিসেব নেই। জিহবা সংযত না থাকলে, তিক্ত কথা বলার অভ্যাস থাকলে কত মানুষের হৃদয় তার জিহবা-তরবারির বিষাক্ত আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় তা বলে শেষ করা যায় না। এজন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) নানাভাবে ও নানা প্রসঙ্গে জিহবাকে সংযত করার নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন। আবার অনেক সময় কথায় শত্রুতা বাড়ে। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অথবা অহেতুক কথা-বার্তা না বলাই ভাল।

২য় - নিজের ঘর সব সময় উদার, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত রাখাঃ যখনই কোন মেহমান আসবে, সে যেন ইসলামী সমাজের কোন ব্যক্তিরই ঘরের দ্বারদেশ হতে প্রতিহত ও বঞ্চিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য না হয়। বরং যেন সেই ঘরের সাদর সম্বর্ধনা লাভ করতে পারে। মুসলিম মুসলিমের নিকট যাবে হইা স্বাভাবিক; কিন্তু একজন মুসলিম অপর একজনের দুয়ারে গিয়ে যদি সম্বর্ধনা না পায় তাহলে সামাজিক জীবনে নিবিড় ঐক্য, বন্ধুত্ব, ভালবাসা গড়ে উঠতে পারে না। **তবে সতর্কতা** - অবশ্যই আল্লাহর ফরজ হুকুম পর্দা মেনে চলতে হবে। মেহমানদারী বা family get-together এর নামে মহিলা-পুরুষ অবাধে মেলা-মেশা করা যাবে না। প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনার সময় মহিলা পুরুষ নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। স্বামী বাসায় না থাকলে স্বামীর কোন বন্ধু বা কোন পর পুরুষকে বাসায় মেহমানদারী করার কোন প্রয়োজন নেই। ঠিক একই ভাবে স্ত্রী বাসায় না থাকলে স্ত্রীর বান্ধবী বা কোন পর মহিলাকে বাসায় মেহমানদারী করারও কোন প্রয়োজন নেই। তবে একজন আরেক জনের বাসায় যাওয়ার আগে অবশ্যই ফোনে যোগাযোগ করে appointment করে যাওয়া উচিত।

৩য় - নিজ কৃত কর্মের জন্য চোখের পানি ঝরানোঃ নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করতে হবে। ভুল-ভ্রান্তি দোষ, অধপতন মানুষেরই হয়ে থাকে এবং মানুষ যদি অনুতপ্ত হয় তবে আল্লাহ অপরাধ ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ, ইহা আশা করা যায়। কিন্তু কেই যদি পাপ করে কিন্তু সেজন্য অনুতপ্ত না হয়, অন্যায়কে অন্যায় মনে না করে, পাপ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে তবে তা চরম অপরাধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর নিকট শিরক ছাড়া সব অপরাধেরই ক্ষমা আছে; কিন্তু হয়ত ক্ষমা নেই এই ধরনের অপরাধের। কাজেই প্রত্যেক ঈমানদার মানুষেরই উচিত নিজ অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, নিজ গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট সর্বক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করা। এই ক্ষমা প্রার্থনাও কৃত্রিম হওয়া উচিত নয়, আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্য মহান আল্লাহর দরবারে কান্না-কাটি করা ও চোখের পানি ঝরানো অপরিহার্য।

--- ব্যাখ্যা, আব্দুর রহীম

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients.
You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin (animal)	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard (Pig fat)	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef tallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef tallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number are generally mentioned on the product. If not see the telephone directory.

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail **এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।**

Please Donate

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আস্‌সালামুআলাইকুম।

আশা করি "দি মেসেজ" এর প্রতিটি সংখ্যা এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

"দি মেসেজ" ছাপানোর কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com